ইস্তিগফার

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ

WASAT


WASAT

ইস্তিগফার

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ

ইংরেজি থেকে অনুবাদ, মূল আরবির সাথে যাচাই, সম্পাদনা
মাজালিসুল ওয়াসাত

ইস্তিগফার

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ

সংগ্রহ : *shaykhulislaam.wordpress.com*
ইংরেজি : *Al-Istighfaar (Asking Forgiveness)*
মূল : মাজমুয়ুল ফাতাওয়া (খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৮৮-৯০)

টীকা : ইংরেজি অনুবাদ
(পরিমার্জিত ও সংশোধিত)

প্রথম সংস্করণ
শাবান ১৪৩৯, মে ২০১৮

SN: 0018-1205-3111-001
© সর্বস্বত্ব ওয়াসাত কর্তৃক সংরক্ষিত

ফেইসবুক পেইজ : *fb.com/wasatbn*

প্রচ্ছদ ও গ্রন্থসজ্জা : ওয়াসাত

ইস্তিগফার

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ‘সাইয়িদুল ইস্তিগফার হচ্ছে,

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

‘ও আল্লাহ্, তুমিই আমার রব। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার দাস। তোমার কাছে দেয়া অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে আমি আমার সাধ্যমতো দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার ওপর তোমার দেয়া অনুগ্রহ স্বীকার করছি এবং আমার পাপের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা, তুমি ছাড়া পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই।’

যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই কথাগুলো বলবে, দিনে বলে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে বলে দিনে মারা গেলে সে জান্নাতি হবে।’[১]

বান্দা সবসময়ই আল্লাহ্র রহমতে আচ্ছাদিত থাকে কিংবা পাপে লিপ্ত থাকে; ফলে আল্লাহ্র রহমতের জন্য তার উচিত কৃতজ্ঞতা আদায় করা আর নিজ পাপের জন্য ইস্তিগফার করা। শুকরিয়া আদায় ও ইস্তিগফার করা, দুটোই সবসময় দরকার। কারণ, আল্লাহ্র অসংখ্য নিয়ামাত ও রহমতকে পরিবর্তন করার সাধ্য

[১] সহিহ বুখারি : ৬৩০৬

বান্দার নেই, আর তাওবাহ ও ইস্তিগফারের মুখাপেক্ষিতা থেকে সে নিজেকে বিরতও রাখতে পারবে না। এ কারণেই আদম সন্তানদের শিক্ষক ও মুত্তাকিদের ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ সব অবস্থায় ইস্তিগফার করতেন। ইমাম বুখারি কর্তৃক বর্ণিত এক সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

‘ওয়াল্লাহি, আমি দিনে সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তিগফার ও তাওবাহ করি।’[২]

সহিহ মুসলিমে এসেছে,

وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

‘নিশ্চয়ই আমি দিনে একশো বারের বেশি ইস্তিগফার করে থাকি।’[৩]

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার ﷺ বলেছেন, আমরা গুণে দেখতাম রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এক বৈঠক থেকে উঠে যাবার আগে একশো বার বলতেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

‘ও রব, আমাকে ক্ষমা করো, তাওবাহ কবুল করো, নিশ্চয় তুমিই তাওবাহ কবুলকারী ক্ষমাশীল।’[৪]

এ কারণেই সব আমলের শেষে ইস্তিগফারের বিধান এসেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

‘এবং শেষরাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।’[৫]

---

[২] সহিহ বুখারি : ৬৩০৭

[৩] সহিহ মুসলিম : ৭০৩৩

[৪] মুসনাদু আহমাদ : ৪৭২৬, সুনানু আবি দাউদ : ১৫১৮, তিরমিযি : ৩৪৩৪, ইবনু মাজাহ : ৩৮১৪

[৫] সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৭

সালাফদের অনেকে বলতেন—তাহাজ্জুদের মাধ্যমে তোমার রাতকে প্রাণবন্ত করে তুলো, রাতের শেষ সময়টা ইস্তিগফারে কাটাও।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষে তিনবার ইস্তিগফার করতেন, তারপর বলতেন,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'ও আল্লাহ্, তুমি শান্তিময়, তোমার কাছ থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। তুমি বরকতময়, হে পরাক্রমশালী ও মর্যাদা প্রদানকারী।'[৬]

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ○ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'তোমরা যখন আরাফাত ত্যাগ করবে, তখন আল-মাশআরুল হারামে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে। তিনি যেভাবে তোমাদের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবেই তাঁকে স্মরণ করো। এর আগে তো তোমরা আসলেই বিভ্রান্তির মাঝে ছিলে। তারপর সব মানুষ যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে তোমরাও সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ো; আর আল্লাহ্র কাছেই ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'[৭]

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সত্যের দাওয়াহ দিয়েছেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছেন, অন্য যে কারোর চেয়ে আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য সবচেয়ে বেশি করেছেন, এত কিছু সত্ত্বেও আল্লাহ্ ﷻ তাঁকে ইস্তিগফার করার আদেশ দিয়ে বলছেন,

---

[৬] সহিহ মুসলিম : ১৩৬২

[৭] সুরা বাকারা, ২ : ১৯৮-১৯৯

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

‘যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়, আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ কবুলকারী।’[৮]

এ কারণেই এই দ্বীন তাওহিদ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আল্লাহ্ তাআলার বাণী,

الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا

‘আলিফ লাম রা। এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ পরম প্রাজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে সুনিপুণভাবে ও ভাগে ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যেন তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করো। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। আর তোমরা তোমাদের রবের কছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকেই ফিরে এসো, তাহলে তিনি তোমাদের এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুন্দরভাবে ভোগ (জীবনের সুখ) করতে দেবেন।’[৯]

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ

‘অতএব, তোমরা তাঁর দিকেই স্থির থাকো এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা চাও।[১০]

---

[৮] সুরা নাসর, ১১০ : ১-৩

[৯] সুরা হুদ, ১১ : ১-৩

[১০] সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৬

তিনি আরও বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

‘জেনে রাখো, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। নিজ ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করো।’[১১]

এক বর্ণনায় এসেছে, শয়তান বলে, ‘আমি মানুষকে পাপের মাধ্যমে ধ্বংস করি, আর তারা আমাকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে ধ্বংস করে।’[১২]

ইউনুস ﷺ বলেছিলেন,

لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

‘তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র। অবশ্যই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।’[১৩]

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর বাহনে আরোহণ করতেন, আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন, তারপর তিনবার اللَّهُ أَكْبَرُ বলে বলতেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

‘তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র, আমি আমার নফসের ওপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করো।’[১৪]

---

[১১] সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৯

[১২] হাদিসটি আবু ইয়ালা তার ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে (হাদিস নং : ১৩৬), ইবনু আবি আসিম তাঁর ‘আস-সুন্নাহ’ গ্রন্থে (হাদিস নং : ৭) এবং তাবারানি তাঁর ‘কিতাবুদ দুয়া’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

[১৩] সুরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৭

[১৪] ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযির মতে হাদিসটি হাসান সহিহ।

মজলিস শেষে এই দুয়া পড়লে তা মজলিসে সংঘটিত ভুল-ত্রুটির কাফফারা হয়,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

'হে আল্লাহ! আমি প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি সাক্ষ্য দিই, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং আপনার কাছেই তাওবাহ করি।'[১৫]

আল্লাহ্ই সবকিছু জানেন, সালাম ও সালাত বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মাদের ওপর।

[১৫] সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৫৯, তিরমিযি : ৩৪৩৩